রাফালে
রাহাজানি

মোদী সরকারের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি

- অবিলম্বে যৌথ সংসদীয় কমিটি হোক।
- প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে।
- দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ হোক।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

রাফালে চুক্তির সারাংশ : কাঠগড়ায় নরেন্দ্র মোদী

রাফালে চুক্তি মোদী সরকারের ভিতরের দুর্নীতি ও ধান্দার পুঁজিবাদের স্তূপকে ঢেকে রাখা পর্দাটিকে ছেঁড়াফাটা করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ১২৬টি রাফালে যুদ্ধবিমান কেনার পূর্ববর্তী পরিকল্পনা থেকে সরে এসে নতুন করে উড়তে-প্রস্তুত ৩৬টি রাফালে কেনার পেছনে কী কী ঘটনা কাজ করেছে তা উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে এই সর্বশেষ প্রতিরক্ষা কেলেঙ্কারিতে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি ভূমিকা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মিডিয়াতে সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের সম্প্রতি প্রকাশিত বিবৃতি মোদী সরকারের মিথ্যাচার ও কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা ফাঁস করে দিয়েছে। রাফালে চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কার ফরাসী রাষ্ট্রপতি ওলাঁদ একটি ফরাসী ওয়েবসাইটকে বলেন যে রাফালে চুক্তিতে ভারতীয় অংশীদারের নাম ভারত সরকারই প্রস্তাব করেছিলেন এবং ফরাসি সরকার বা বিমান নির্মাতা দাসাউ এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন ''আমাদের এব্যাপারে পছন্দের কোনো প্রশ্নই ছিল না''।

এই বিবৃতি দেওয়ার পরের দিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, ওলাঁদ বিষয়টি ফরাসি সংবাদ সংস্থা এ এফ পি-কে আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন। এ এফ পি-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''ওলাঁদ বলেন যে মোদী সরকারের ক্ষমতায় আসার পর রাফালে চুক্তির আলোচনায় একটি নতুন সূত্রের অংশ হিসাবে রিলায়েন্স গ্রুপের নাম হাজির করা হয়েছিল''।

ফলে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এতদিন যে হাবভাব দেখাচ্ছিলেন এইসব কাণ্ডকারখানা তার পর্দাফাঁস করে দিয়েছে। সোজাসাপটা বোঝা যাচ্ছে আম্বানির সঙ্গে চুক্তিতে বাধ্য হয়েছিল দাসাউ। সীতারমন কয়েকদিন আগেও দাবি করেছিলেন যে দাসাউ কোন ভারতীয় অংশীদার নির্বাচন করছে সে বিষয়ে ভারত সরকারের কোনও জানাবোঝা ছিল না এবং এই সিদ্ধান্তে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না।

এ ক্ষেত্রে বোঝা দরকার কেন এই ভারতীয় অফসেট অংশীদার কেলেঙ্কারি প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ২০১২ সালে, ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য ১২৬টি জঙ্গী বিমান কেনার জন্য খোলা দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাসাউ-র তৈরি রাফালের জঙ্গী জেটগুলি নির্বাচন করা হয়েছিল। সমঝোতা স্মারকে (এম ও ইউ) উল্লিখিত হয় ১০৮টি রাফালে যুদ্ধবিমান তৈরির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান এ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল, HAL) দাসাউ-র অংশীদার থাকবে। (১৮টি যুদ্ধবিমান উড়তে-প্রস্তুত অবস্থাতেই কেনা হয়েছিল।)

কিন্তু ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্যারিসে যাওয়ার পরেই

নাটকীয়ভাবে ঘটনার গতি পরিবর্তন ঘটে। ১২৬টি যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি বাতিল করা হয় এবং তার বদলে ৩৬টি উড়তে-প্রস্তুত অবস্থায় থাকা বিমান কেনার জন্যে দাসাউ-র সাথে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও নির্ধারিত হয় ৫০ শতাংশ অফসেট ক্লজ, যা পূরণের জন্য অনিল আম্বানির রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেড কোম্পানিকে প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের চুক্তির প্রধান অংশীদার হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর দরাদরি আর মূল্যায়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর যে চুক্তিটি করা হয়েছিল কী কারণে সেটা নাকচ হলো তা আজ পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ভারতের যে ১২৬টি জঙ্গী বিমান দরকার এ নিয়ে কোথাও কোনো বিতর্ক ছিল না কারণ বিমানবাহিনীর ৪২টি স্কোয়াড্রন বরাদ্দ থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় এখন হাতে অনেক কম বিমান রয়েছে।

মোদী সরকার বিশেষ করে তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে দিয়ে বিষয়টা গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তাঁরা বলছেন যে দরদাম ঠিক করা আর হ্যাল-এর সঙ্গে সহ-উৎপাদন চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগোয়নি বলেই আগের চুক্তির কাজ থমকে গেছিল। নির্মলা সীতারামন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে হ্যাল-এর পরিকাঠামোগত অবস্থার কারণেই দাসাউ ওদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করতে পারেনি। বিপাকে পড়ে অক্টোবরে সীতারামন ছুটে গেছেন ফ্রান্সে। তাতেও মুখরক্ষা হয়নি।

সম্প্রতি তাঁর এই অপব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন হ্যালের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান টি সুবর্ণ রাজু। তাঁর যুক্তি, এই মুহূর্তে যেটা ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান অস্ত্র, সেই চতুর্থ প্রজন্মের ২৫ টনের যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০ যখন হ্যাল কাঁচামাল পর্যায় থেকে শুরু করে শেষ পর্যায় পর্যন্ত নিজেই বানাতে পারে, তাহলে আর কী বলার থাকে? অর্থাৎ প্রশ্নাতীতভাবে হ্যাল-এর রাফালে বানানোর ক্ষমতা আছে।

নির্মলার যুক্তি ছিল ইউ পি এ আমলে হ্যাল-এর সঙ্গে রাফালে নির্মাণকারী ফরাসি সংস্থা দাসাউ-র বোঝাপড়াই হয়নি। কিন্তু রাজু বলেন, ''আমরা রাফালেও সফল হতাম। সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দুই কোম্পানি যৌথ কাজের চুক্তি সই করে সরকারকে দিয়েও দিয়েছিল। সরকারকে বলুন না সব ফাইল প্রকাশ্যে আনতে। ফাইল থেকেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে''।

হ্যালের প্রাক্তন চেয়ারম্যান যে সত্যি কথাই বলছেন তা বোঝা গেছে দাসাউ-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এরিক ট্র্যাপিয়ারের একটি সংবাদ সম্মেলন থেকে যেখানে তিনি বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরের দুই সপ্তাহ আগে চুক্তিটি ''৯৫ শতাংশ সম্পূর্ণ'' ছিল এবং হ্যাল-এর সাথে একটি কাজের শরিকানা (WORK-SHARE) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছিল।

এখানেই ধান্দার পুঁজিবাদের প্রসঙ্গ শুরু। যে রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেডের সামরিক উৎপাদনে কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, যুদ্ধ বিমান তৈরির জন্য যার কোনো পরিকাঠামো নেই, যে গ্রুপের অনেক কোম্পানি ব্যাপক ঋণের ভারে ন্যুব্জ...কিভাবে এমন একটি ব্যক্তিগত মালিকানার কোম্পানিকে এরকম অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের সরঞ্জাম উৎপাদনের

কাজ দেওয়া হয়? রহস্যটা কী?

এর জবাব খুঁজতে গেলেই আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরাসরি ভূমিকার কথা। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে মোদী সরকারি সফরে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। সফরের আগে সরকারের কোন স্তরে কোনো আলোচনা হয়নি যে দাসাউ-র ১২৬টি বিমান কেনার চুক্তির অবসান ঘটানো উচিত বা এর চেয়ে অনেক অল্প সংখ্যার বিমান কেনার চুক্তি করা উচিত। নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে এই বিষয়টি কোনোভাবেই যাচাই করা হয়নি। মোদীর প্যারিসে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে বিষয়টি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিক্কারকে জানানো হয়েছিল।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্স সফরে যান এবং তাঁর সফরসঙ্গী মানুষজনের মধ্যে থাকেন অনিল আম্বানি। একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে নতুন চুক্তি ঘোষণার পর অনিল আম্বানি দাসাউ কোম্পানির সি ই ও-র সাথে আলোচনা করেছেন। অতএব, বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মোদীর পরামর্শেই এই ফরাসী কোম্পানি অনিল আম্বানির সাথে চুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বোঝা গেল হ্যাল-কে বাদ দিয়ে একটি বেসরকারি সংস্থাকে বেছে নেওয়া মোদী সরকারের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের নীতির সঙ্গে মানানসই। কিন্তু একটি যোগ্যতাহীন সংস্থাকে বেছে নেওয়া থেকে, স্পষ্টভাবে, অন্য কিছু বোঝা যায়। বোঝা যায় যে এক্ষেত্রে একটি পারস্পরিক উপকার বিনিময় পদ্ধতি কাজ করেছে।

তাছাড়া, নতুন চুক্তিতে রাফালে যুদ্ধ বিমানের যে দাম নির্ধারিত হয়েছে তা আগের চুক্তিতে নথিবদ্ধ দামের দ্বিগুণ। এই বিষয়টি গোপন করতেই মোদী সরকার সংসদে বিমানের মূল্যের বিবরণ দিতে অস্বীকার করেছে।

কিছু ভাষ্যকার বলার চেষ্টা করেছেন যে এই চুক্তির বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনও আর্থিক লেনদেনের বিষয় উঠে আসেনি। তবে, এই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে, মোদীর ভারতে দুর্নীতি বিধিসম্মত হয়ে উঠেছে। এখন এমনকি ঘুষের টাকা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে আইনত দেওয়া যায়, কোন প্রশ্ন ছাড়াই।

বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ভাবলে প্রধানমন্ত্রীর এহেন স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা। বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের স্কোয়াড্রনের ঘাটতি অনেকদিনের। এই বিষয়ে দরপত্র বা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (আর এফ পি) জারি করা হয় ইউ পি এ সরকারের অধীন ২০০৭ সালে। দীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনার পর বাছাই করা হয় পছন্দের জঙ্গী বিমানটি এবং দাসাউ কোম্পানির ১২৬টি রাফালের জন্য চুক্তি করা হয় ২০১২-তে।

এই চুক্তির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে, মোদী এটি নাকচ করলেন। পরিবর্তে মাত্র দুটি স্কোয়াড্রনে অর্থাৎ ৩৬টি বিমান কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা আদৌ বিমান বাহিনীর চাহিদা পূরণ করবে না। তাছাড়া যেহেতু এগুলো রেডিমেড কেনা হচ্ছে তাই কোন প্রযুক্তির হস্তান্তর ঘটবে না। তার চেয়েও বড় কথা বায়ুসেনা সম্প্রতি সরকারকে ১১০টি জঙ্গী বিমান কিনতে নতুন করে অনুরোধ করেছে। সুতরাং পুরো প্রক্রিয়াটি এক দশক ধরে

বিলম্বিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটলো না।

তাই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুটি প্রধান অভিযোগ – তিনি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করছেন এবং দুর্নীতি ও ধান্দার ধনতন্ত্রকে উৎসাহিত করছেন। এই দুই মারাত্মক অভিযোগের বিচার করতে একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন প্রয়োজন যা গোটা চুক্তিকে পর্যালোচনা করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা খতিয়ে দেখবে।

রাফালে কেলেঙ্কারি : বিস্তারে বোঝা

রাফালে কেলেঙ্কারি অনেকটা সেই প্রবাদতুল্য পেঁয়াজের মতো যার একটি খোসা ছাড়ালে আপনি দেখবেন তলায় অনুরূপ আরেকটা খোসা আছে। এবং এভাবে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্নীতির কটু ঝাঁজে আপনার চোখ ভরে জল আসবে। এখনকার সবচেয়ে সাম্প্রতিক খোসাটি হলো ফ্রান্সের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের বক্তব্য। মনে রাখতে হবে ওলাঁদ প্রেসিডেন্ট থাকা কালেই ২০১৫ সালে সে দেশ সফরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী রাফালে চুক্তি করেছিলেন।

ভারতে এর আগে কখনোই কেউ এরকম পরিস্থিতি দেখেনি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং হার্ডওয়্যার কেনার বিষয়ে জড়িত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সাথে (এমনকি বিমানবাহিনীর সাথেও) কোনও আলোচনা ছাড়াই সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আগেকার আমলে করা বিমান কেনা সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা চুক্তি রদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। যেরকম স্থূলভাবে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে অনিল আম্বানির মালিকানাধীন কোম্পানির স্বার্থরক্ষা ও বিস্তারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এদেশে ধান্দার গণতন্ত্রের এরকম নজির আগে কখনো কেউ দেখেনি।

এটাও স্পষ্ট যে এই বিষয়ে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত দায় প্রধানমন্ত্রী মোদীরই যিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে এই বোঝাপড়া সম্পন্ন করেছেন।

তার পাশাপাশি আছেন আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী–নির্মলা সীতারামন, যার এ বিষয়ে অনর্গল অসত্য বলতে কিংবা একটা নবরত্ন শিরোপা পাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেইজ্জত করতে কিছুমাত্র বাধে না, কারণ তিনি তাঁর দেশের নয় বরং তাঁর নেতার প্রতিরক্ষাতেই একমাত্র দায়বদ্ধ।

আসুন আমরা প্রশ্নোত্তর ধাঁচে রাফালে চুক্তি নিয়ে খানিক বিশদে আলোচনা করে নিই। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বিরোধী দল রাফালে ঘটনা তদন্তের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের যে দাবি জানাচ্ছে তা কী প্রবলভাবে যুক্তিযুক্ত।

আগের রাফালে চুক্তিতে কী ছিল?

প্রায় এক দশক ধরে বোয়িং, লকহিড-সহ ছ'টি প্রতিযোগী কোম্পানির বিমানের কর্মদক্ষতা যাচাই করার পর ফ্রান্সের দাসাউ এভিয়েশনের তৈরি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির রাফালে যুদ্ধবিমানকে কেনার জন্যে বেছে নেয় ইউ পি এ সরকার। বফর্স কেলেঙ্কারিসহ

অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির কথা মাথায় রেখে বাছাই পর্ব পরিচালিত হয় খোলা টেন্ডারের মাধ্যমে। ১২৬টি বিশ্বমানের যুদ্ধবিমান অর্থাৎ এমার সি এ...'মাল্টিরোল অ্যাডভান্সড কমব্যাট এয়ারক্রাফট' কেনার টেন্ডার প্রক্রিয়ার আর এফ আই (রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন) পর্যায়টি শুরু হয় ২০০৪-এ। পরে ২০০৭-এ আর এফ পি (রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল) পর্বে সিদ্ধান্ত পালটে শক্তিশালী মিডিয়াম মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট (এমএমআরসিএ) কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনী ১২৬টি বিমানের প্রয়োজনের কথা জানিয়েছিল। দেশে তৈরি তেজস, রাশিয়ার সুখোই-৩০ ছাড়াও বিমানবাহিনীর সম্ভারে ১২৬টি রাফালে যুক্ত হলে দারুণ ঘটনা ঘটবে বলে মনে করেছিলেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই।

২০১২ সালে দীর্ঘ ও খুঁটিনাটি বিচার বিবেচনার পর প্রধানত বিভিন্ন বিমানের জীবনচক্রের (জীবনকালব্যাপী) খরচ তুলনা করে চূড়ান্ত পর্যায়ে রাফালে বিমানটি নির্বাচিত হয়েছিল। টেন্ডার অনুযায়ী কথা ছিল, প্রথম ১৮টি বিমান দাসাউ-এর থেকে সরাসরি কেনা হবে। অবশিষ্ট ১০৮টি ভারতে তৈরি করবে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নবরত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি হিন্দুস্তান এ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল), দাসাউ থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে এই চুক্তির ফলে ভারত কেবল জঙ্গী বিমানগুলি অর্জন করতো না, পরবর্তীকালে বিমান তৈরির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারের জন্যও উন্নত প্রযুক্তি করায়ত্ত করতে পারতো। ভারত সব সময়েই এই পদ্ধতি পছন্দ করে; এর ফলে উৎপাদনে স্বাদেশিকতা উৎসাহিত হয় ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা আসে।

মোদীর রাফালে চুক্তিটি কিরকম?

এই রাফালে চুক্তি যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্যারিস সফরের সময় ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে আচমকা এই চুক্তি কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া বাতিল করা হয়। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের সঙ্গে বৈঠকে মোদী সিদ্ধান্ত নিলেন আগেকার ১২৬টি বিমান কেনার চুক্তি বদলে সরকার থেকে সরকার লেনদেনের ভিত্তিতে সরাসরি শুধুমাত্র ৩৬টি রাফালে বিমান কিনতে। এই ৩৬টি দাসাউ-র বিমানের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সে তৈরি হবে। মোদীর সফরকালে রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপের (Reliance ADAG) অনিল আম্বানি প্যারিসে ছিলেন। পরে আম্বানির কোম্পানি দাসাউ কোম্পানির অফসেট অংশীদার ঘোষিত হয়।

স্পষ্টতই, যেখানে কেবলমাত্র ৩৬টি উড়োজাহাজ উড়তে প্রস্তুত অবস্থায় কেনা হচ্ছে, সেখানে প্রযুক্তি স্থানান্তরের কোন প্রশ্ন নেই। অফসেটের ক্ষেত্রে, সব প্রতিরক্ষা লেনদেনেই যা হয়, ফ্রান্স থেকে যে ৩৬টি রাফালে ভারতে আসার কথা সেগুলি বানানোর বিষয়ে কোনও ভূমিকা থাকবে না। অফসেটের ভূমিকা থাকবে দাসাউ-র বিলাসবহুল ফ্যালকন সিরিজের জেট বানানোয়। এইভাবে অত্যাধুনিক বিমানের দেশীয় উৎপাদনের সম্ভাবনা এবং বিদেশী অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অর্জন ও আহরণের সুযোগ নষ্ট করা হলো। ২০১৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ভারত ও ফ্রান্স দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

মধ্যে এবিষয়ে কথা চূড়ান্ত হয়। ৩৬টি রাফালের পর্যায়ক্রমিক সরবরাহ শুরু হবার কথা ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর/অক্টোবর থেকে আর শেষ হবার কথা ২০২২ সালের এপ্রিলে।

প্রায় এক দশকের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে খোলা দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১২৬টি বিমান কেনার যে চুক্তি করা হচ্ছিল তাকে সরাসরি মাত্র ৩৬টি বিমান কেনার চুক্তিতে পরিণত করা হলো কেন? আজ পর্যন্ত এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (MoD) থেকে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কে বিমানের দাম ঠিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? এই ৩৬ সংখ্যাটি ঠিক করলই বা কে? এখনো পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলির মধ্যে একটারও উত্তর দেওয়া হয়নি।

মাত্র ৩৬টি যুদ্ধবিমান সরাসরি কিনে ভারতীয় বায়ুসেনার কাঙ্ক্ষিত শক্তি পূরণের কোনও সম্ভাবনা নেই। এরফলে মোট বিমান সংখ্যা যা দাঁড়াবে তা এখনো প্রয়োজনীয় স্কোয়াড্রন সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এখন ১১০টি বিমানের জন্য নতুন দরপত্রের কথা বলছে।

তাহলে আগের চুক্তি কেন বাতিল করা হলো? কেন আমরা আবার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম টুকরো টুকরো কেনাকাটার ভুল পথ গ্রহণ করতে চলেছি?

মোদী চুক্তি অনেক বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে

আগের চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫-র এপ্রিলের বিনিময় হারে ১২৬টি বিমানের দাম প্রায় ৫৩,৩৫০ কোটি টাকা মানে বিমান প্রতি ৪২৩ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুভাষ ভামরে এই বছরের শুরুতে সংসদে জানিয়েছেন, নতুন করা চুক্তি অনুযায়ী কেনা প্রতিটি বিমানের মূল মূল্য ৬৭০ কোটি টাকা (সূত্র : ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১২ মার্চ ২০১৮)। আনুষঙ্গিক অ্যাড-অনগুলির সাথে একত্রে বিবেচনা করলে নতুন চুক্তির জন্য বিমান প্রতি বর্তমান দাম প্রায় ১৪০৬ কোটি টাকা।

প্রথমে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রাফেলের প্রকৃত দাম বিষয়ক তথ্য মিডিয়াকে জানিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে, মোদী সরকার এবং তার প্রতিরক্ষা দপ্তর জানায় চুক্তির গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত এক ধারার জন্য রাফালের দামের পূর্ণাঙ্গ তথ্য তারা প্রকাশ করতে পারছে না। এ বিষয়ে ভাষ্যকারেরা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, গোপনীয়তা সংক্রান্ত ধারাটি শুধুমাত্র সরঞ্জামের প্রকৃত বিবরণের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাদের মূল্যের সঙ্গে না। ফরাসি সরকারও বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে যে, শুধু কৌশলগত বিবরণ বাদ দিয়ে ভারত সরকার তার সংসদ ও জনগণের কাছে বাকি কী প্রকাশ করবে তা তারাই নির্ধারণ করবে।

সরকারের পক্ষে দুঃসংবাদ হলো নির্মাতা সংস্থা দাসাউ ইতোমধ্যেই ২০১৭ সালের আর্থিক প্রতিবেদনে রাফালে যুদ্ধবিমানের দাম প্রকাশ করে দিয়েছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী এই খাতে ১ অক্টোবরের বিনিময় হারে মোট দাম পড়েছে ৭.৪ বিলিয়ন ডলার বা ৫৩,৮৭০ কোটি টাকা।

মূল চুক্তিতে নথিবদ্ধ দামের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করার সরকারের একগুঁয়ে

মনোভাবের জন্যে দামের যুক্তিযুক্ত তুলনামূলক বিচার করা কঠিন তবে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে আগের চুক্তির তুলনায় নতুন চুক্তিতে বিমান প্রতি খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে।

দুই চুক্তিতে দাম

বিষয়	পুরোনা চুক্তি	নয়া চুক্তি
বিমান সংখ্যা	১২৬	৩৬
মোট দাম	১০.২ বিলিয়ন ডলার = ৭৪,২৫০ কোটি টাকা	৭.৪ বিলিয়ন ডলার = ৫৩,৮৭০ কোটি টাকা
বিমান প্রতি দাম	৫৮৯ কোটি টাকা	১৪৯৬ কোটি টাকা

বি. দ্র. প্রতি ডলার=৭২.৮০ টাকা বিনিময় হারের উপর ভিত্তি করে। (১ অক্টোবর, ২০১৮)

হ্যাল (HAL)-কে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে

নতুন চুক্তির অধীনে যেহেতু ভারতে কোন কিছু উৎপাদনের ব্যাপার নেই, ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নবরত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি হ্যাল রাফালে চুক্তি থেকে বাদ পড়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আবার হ্যালের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি হ্যালকে দোষারোপ করার চেষ্টা করছেন এই বলে যে হ্যালের জন্যেই নাকি আগের চুক্তি বাতিল হয়েছে। এটি কিন্তু অস্বাভাবিক; হ্যাল ওঁর মন্ত্রণালয়েরই অধীনে একটি অংশ এবং নির্মলা জানেন হ্যালের পক্ষে খোলাখুলিভাবে মন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করা সরকারী নিয়মেই সম্ভব নয়।

সম্প্রতি মন্ত্রী বলেন যে, ক) কাজের ভাগাভাগি আর গ্যারান্টিকে কেন্দ্র করে মতানৈক্যে দাসাউ এবং হ্যালের মধ্যে আলোচনা কার্যত ধসে যায়; এবং খ) হ্যালের ভারতে রাফালে তৈরির বা বায়ুসেনার প্রয়োজনীয় গতিতে তা তৈরির ''ক্ষমতা ছিল না''। এরফলে সরকার ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং নতুন করে সরকার–সরকার সরাসরি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়।

এই দাবিগুলিই এই মূহুর্তে চুক্তি বাতিলের সপক্ষে একমাত্র সরকারী 'ব্যাখ্যা' এবং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চুক্তি বাতিলের জন্যে কার্যত হ্যালের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই রেহাই পেতে চায় সরকার।

দাসাউ এবং হ্যাল-এর মধ্যে আলোচনা যদি সত্যিই জট পাকিয়ে গিয়ে থাকে তবে কেন দাসাউ-র প্রধান কর্তা বা সিইও এরিক ট্র্যাপিয়ার, তাঁর বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনে (১৩ মার্চ, ২০১৪) বলেছিলেন যে দাসাউ এভিয়েশন ১২৬টি রাফেল যুদ্ধবিমান সরবরাহের জন্য ভারতে হিন্দুস্তান এ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল)-এর সাথে একটি দৃঢ় চুক্তি করেছে। ট্র্যাপিয়ারের বিবৃতিতেই বলা ছিল, বিমানের সাধারণ কনফিগারেশন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দুই অংশীদারদের মধ্যে বিস্তারিত কাজের ভাগাভাগি

সবটাই এই চুক্তির আওতায় পড়ে। এরমধ্যে ওয়ারেন্টি পরিচালনা করার প্রক্রিয়াটিও অন্তর্ভুক্ত। গ্যারান্টি প্রদানের জটিলতার সমাধানটি ছিল যে দুই পক্ষ তাদের নিজেদের কাজের পরিধি নিজেরা নিশ্চিত করবে। সদ্য অবসর নেওয়া হ্যালের চেয়ারম্যান টি সুবর্ণ রাজু সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'রাফালে তৈরির ব্যাপারে পারস্পরিক ওয়ার্ক শেয়ার সমঝোতা সই করে ফেলেছিল দাসাউ এবং হ্যাল। আমরা সরকারের হাতে সেই সমঝোতাপত্র তুলেও দিয়েছিলাম। সরকার কেন সেসব ফাইলপত্র প্রকাশ্যে আনছে না? আপনারা সরকারকে বলুন সব ফাইল প্রকাশ্যে আনতে। ফাইলই সব কথা বলে দেবে।'

ফলে বোঝাই যাচ্ছে হ্যাল ও দাসাউ দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সরকার যখন আগের চুক্তি বাতিল করতে চলেছে তখনও সেই কাগজ সরকারের জিম্মায় ছিল। সুতরাং এর পরেও যেভাবে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনৈতিক স্বার্থে নিজের দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা হ্যালের বদনাম করছেন তা সত্যি লজ্জাজনক!

ওয়াকিবহাল মহলে হ্যালের দক্ষতা সুপরিচিত। হ্যাল-এর তৈরি সাবেককালের 'ন্যাট', 'অজিত' বা আজকের এইচ এফ-২৪ মারুত জঙ্গী বিমান বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রশিক্ষণ জেট উড়োজাহাজের মধ্যে 'কিরণ' সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিগত অর্থবর্ষে হ্যাল বানিয়েছে ৪০টি যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার, যার মধ্যে আছে অত্যাধুনিক সুখোই এস ইউ এম কে আই ৩০, এল সি এ তেজস যুদ্ধবিমান, ডর্নিয়ার ডিও বিমান ২২৮, ধ্রুব এবং চিতল হেলিকপ্টার।

এ ছাড়াও এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বানিয়েছে ১০৫টি নতুন ইঞ্জিন। সঙ্গে আরও ২২০টি নতুন যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ মেরামতিতে তারা অংশ নিয়েছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জন্য যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার ও যন্ত্রাংশ তৈরি ছাড়াও মহাকাশ গবেষণাতেও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বানিয়ে প্রযুক্তিগত দিক থেকে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে হ্যাল। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে আলাদা একটা হেলিকপ্টার বানানোর কেন্দ্র খুলেছে হ্যাল। সেখানে শ'য়ে শ'য়ে হেলিকপ্টার বানানো হচ্ছে। এরপরেও কী করে কেউ, বিশেষ করে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বলতে পারেন যে হ্যালের দ্বারা রাফালে বিমান তৈরি সম্ভব ছিল না, যেটা আবার তৈরি হতো লাইসেন্স ব্যবস্থার অধীনে বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে?

এত কিছুর পরেও এটা সত্যি দুঃখজনক যে এমনকি দেশের বায়ুসেনা প্রধানকে ক্ষমতাসীনদের চাপে পড়ে হ্যালের সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়ে বলতে হচ্ছে হ্যাল সময়মত সরবরাহ করতে এবং উপযুক্ত গুণগত মান অর্জন করতে অক্ষম এবং তার প্রস্তুত করা সরঞ্জামের দাম বেশি। এমনটা করতে হচ্ছে যাতে সরকার সামরিক উর্দির মান্যতার আড়ালে তার সিদ্ধান্তগত অপকর্ম লুকিয়ে রাখতে পারে! ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং হ্যালের মধ্যে যদি সত্যিই সমস্যা থেকে থাকে তবে তার নিরসন করা কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কর্তব্য নয়? নাকি ঋণগ্রস্ত অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপ যার এ বিষয়ে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাকে নিয়ে আসা এক্ষেত্রে একটি উত্তম বিকল্প? এটা কি বাস্তব যে

হ্যাল খুব ধীরে ধীরে কাজ করে এবং এই চুক্তি অনুযায়ী দাসাউ হ্যালের চেয়ে অনেক দ্রুত বিমান সরবরাহ করবে? নয়া চুক্তি বলছে দাসাউ ২০১৯-এ তার প্রথম কিস্তির তিনটি বিমান সরবরাহ করার পর দুলকি চালে কাজ করে ফি বছরে এক ডজন রাফালে এদেশে পাঠাবে। অর্থাৎ চুক্তি সই করার বছর থেকে হিসাব করলে ৩৬টি বিমান বানাতে সময় নেবে ৬ বছর।

তাহলে হ্যালের সরবরাহের 'শ্লথগতি' নিয়ে এই হই-হল্লা কিসের? এর আগে ভারতীয় বায়ুসেনা হ্যালকে সমালোচনা করেছিল, কারণ হ্যাল বছরে ১২টি লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফ্ট গোত্রের (এল সি এ) তেজস যুদ্ধবিমান বানাতো। এখন হ্যাল সেই সংখ্যাটি ১৮-তে নিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে অন্যান্য সব কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেই হ্যাল এই কাজ করেছে।

এটি খুবই স্পষ্ট যে সরকারের আগেকার টেন্ডার বাতিল করা ও নয়া চুক্তি স্বাক্ষরের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিতে হ্যালকে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। এই নতুন চুক্তি অবশ্য প্রতিরক্ষা শিল্পে এক নবাগত বেসরকারি উদ্যোগপতির সামনে স্বর্ণদ্বার খুলে দেবে। এই উদ্যোগপতির নাম অনিল আম্বানি।

নয়া অংশীদারের আগমন : আম্বানি রিলায়েন্সের আবির্ভাব

নয়া দরপত্রে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে চুক্তিমূল্যের ৫০% অফসেটের মাধ্যমে ভারতে ব্যয় করা হবে। এই 'অফসেট' ধারা অনুসারে দাসাউকে মোট রাফালে চুক্তির মূল্যের ৫০ শতাংশের সমান পরিমাণ অর্থ ভারতে বিনিয়োগ করতে হবে। অবশ্যই, অফসেটের লক্ষ্য শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের অধিকারে রাখা নয়। এর পাশাপাশি লক্ষ্য হল দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষমতা জোরদার করা, প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত্তি প্রসারিত করা এবং উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন।

এই প্রসঙ্গে তারিখের ক্রমগুলি খুবই লক্ষনীয়। ২৮ মার্চ ২০১৫, অর্থাৎ প্যারিসে আগের চুক্তি বাতিলের মাত্র ১২ দিন আগে, রিলায়েন্স গ্রুপ রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেড নামে একটি নতুন কোম্পানি নথিভুক্ত বা রেজিস্টার করেছে। ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল মোদি ১২৬ বিমান কেনার চুক্তি বাতিল করে ৩৬টি বিমানের জন্য একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনিল আম্বানি সেদিন প্যারিসে সশরীরে উপস্থিত। আবার, প্যারিস চুক্তির ঠিক ১৩ দিন পর রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেডের সহকারী সংস্থা রিলায়েন্স এয়ারস্ট্রাকচার লিমিটেড গঠিত হয়। আমাদেরকে এখন বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে এই সব তারিখ এবং ঘটনা নিছকই কাকতালীয়!

নতুন চুক্তি অনুসারে রিলায়েন্স এয়ারস্ট্রাকচার লিমিটেড যেটি ঋণের গভীরে ডুবে থাকা অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপের মূল্য একটি অংশ (সম্পত্তিমূল্যে যাদের দেনার পরিমাণ ১লক্ষ কোটি টাকা), দাসাউ-র প্রধান অফসেট অংশীদার হতে পেরেছে। এই রিলায়েন্স অফসেট চুক্তির মোট মূল্য প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা। বাকি ৯০০০ কোটি টাকা, যেটা যোগ করলে মোট চুক্তির ৫০% মূল্য তৈরি হয়, সেটা রয়েছে অন্য ভারতীয় অংশীদারদের হাতে।

উপরন্তু, যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী ৩৬টি রাফালে বিমানই দাসাউ-র থেকে সরাসরি কেনা হবে তাই রিলায়েন্স ডিফেন্সের কাজের সঙ্গে রাফালের কোন সম্পর্ক নেই। শোনা যাচ্ছে রিলায়েন্সকে দাসাউ-র ফ্যালকন এগজিকিউটিভ জেট বিমানের কিছু উপাদান নির্মাণে জড়িত করা হয়েছে।

রিলায়েন্স গ্রুপের উৎপাদন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার একমাত্র নজির জানুয়ারি ২০১৬-তে পিপাভব শিপইয়ার্ড অধিগ্রহণ। কিন্তু এটির মালিকানা রিলায়েন্স ডিফেন্স সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেডের, যেটি রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেড থেকে পৃথক একটি সংস্থা।

রিলায়েন্সকে বাছলো কে?

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী মুখপাত্র দাবি করেছেন যে তীব্র ঋণগ্রস্ত রিলায়েন্স অফসেট অংশীদার হিসাবে বেছে নেওয়া দাসাউ-র স্বাধীন সিদ্ধান্ত এবং ভারত সরকারের এতে কিছুই করার ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রিলায়েন্স গ্রুপের চারটি ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানির (রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেডের) ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে বাজারে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ রয়েছে।

এটি অত্যাশ্চর্য বিষয় যে দাসাউ-র মত প্রকাণ্ড আকার এবং খ্যাতির একটি কোম্পানি নিজে থেকে তার অফসেট অংশীদার হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, বিমান নির্মাণ ক্ষেত্রে, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন ক্ষেত্রে, একেবারেই নবাগত কাউকে বেছে নেবে। এটিও সকলেরই জানা যে এই ধরনের বিশাল ব্যয়সাপেক্ষ একটি উদ্যোগের ক্ষেত্রে উভয় দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে যুক্ত করা হয় এবং লাইসেন্স উৎপাদন বা অফসেট বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অফসেট অংশীদারের নাম নির্বাচনে ক্রেতা দেশের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এটা অভাবনীয় যে ভারত সরকার এই অফসেট বাছাইয়ের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ হাত ধুয়ে ফেলেছিল এবং দাসাউকে পছন্দের যে কোনও কাউকে বেছে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।

ভারত সরকারের এই অবস্থানকে যিনি খণ্ডন করেছেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ফরাসি অনলাইন অনুসন্ধানী ও মতামত নির্মাণকারী ওয়েবসাইট 'মিডিয়াপার্ট'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে, কীভাবে এবং কার দ্বারা রিলায়েন্স নির্বাচন করা হয়েছিল তা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের এ বিষয়ে কিছুই বলার ছিল না। এটি এই পরিষেবা গোষ্ঠী (রিলায়েন্স)-র নাম প্রস্তাব করেছিল ভারত সরকার এবং দাসাউ আম্বানির সাথে বন্দোবস্ত করেছিল। আমাদের এ বিষয়ে পছন্দের কোনও অবকাশ ছিল না, আমরা ওদের পছন্দের অংশগ্রহণকারীকে গ্রহণ করেছি।''

এই বিবৃতি দেওয়ার পরের দিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, ওলাঁদ বিষয়টি ফরাসি সংবাদ সংস্থা এ এফ পি-কে আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন। এ এফ পি-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''ওলাঁদ বলেন যে মোদী সরকারের ক্ষমতায় আসার পর রাফালে চুক্তির আলোচনায় একটি নতুন সূত্রের অংশ হিসাবে রিলায়েন্স গ্রুপের নাম হাজির করা হয়েছিল।''

মোদী প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা দৃঢ়ভাবে বলে চলেছেন যে দাসাউ-র অফসেট চুক্তিতে ভারত সরকার জড়িত ছিল না। ২০১৫ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রীর নতুন চুক্তি ঘোষণার এক বছরেরও বেশি সময় পরে এবং চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কয়েক মাস আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তার অফসেট নির্দেশিকাগুলিতে একটি সংশোধনী আনে। এই সংশোধনী বিদেশী বিক্রেতাদের চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখের পরে যে কোনও একটি তারিখে তাদের ভারতীয় অফসেট অংশীদারের সম্পর্কে তথ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিস্তারিত জানানোর অনুমতি দেয়। রাফালে চুক্তিতে দাসাউ-র অফসেট অংশীদার সম্পর্কে যে তারা অবহিত ছিল এটা অস্বীকার করতে মোদী সরকার এই ধারাটিকে বারবার সামনে আনছে।

কিন্তু ২০১৩ এবং ২০১৬-র ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট পারচেজ (ডিপিপি) যে অফসেট সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলি বানিয়েছে সেই অনুযায়ী জারি করা অন্যান্য বেশ কিছু বিধি আছে যা বলছে চুক্তির চূড়ান্তকরণের পূর্বে দরকষাকষির (negotiating) কমিটির কাছে অফসেট চুক্তির সম্পূর্ণ বিবরণ বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হবে। রাফালে চুক্তি নিয়ে ক্যারাভান পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধে (সেপ্টেম্বর ২০১৮) বলা হয়েছে যে ক্যারাভনের করা একটি আর টি আই-এর প্রতিক্রিয়ায় বায়ুসেনার সদর দপ্তর নিশ্চিত করেছে যে আন্তঃসরকারী চুক্তি এবং দাসাউ ও ভারতের সরকারের মধ্যে অফসেট চুক্তি উভয়ই স্বাক্ষরিত হয় একই দিনে–২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬। যদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সত্যিই তখনও না জানা থেকে থাকে দাসাউ-র অফসেট অংশীদার কে, তাহলে সেটা ডি পি পি ২০১৩ অফসেট গাইডলাইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়। হয় সেটা ঘটেছে অথবা সরকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় দাসাউ-র অফসেট অংশীদার কে ছিলেন তা জানার বিষয়ে দেশের জনগণের কাছে মিথ্যা কথা বলছে।

শেষ কথা : তদন্ত চাই

এসব দেখেশুনে আমাদের আশঙ্কা বি জে পি সরকারের ভাঁড়ারের সর্ষের মধ্যে থেকে আরও অনেক ভূত নিকট ভবিষ্যতে বেরোতে চলেছে। রাফালে চুক্তি শেষমেষ বোফোর্স মামলার মোদি অধ্যায় হতে পারে বলেও অনেকের অনুমান।

আগেই বলা হয়েছে এই প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ বা আলোচনা ছাড়া, এমনকি বায়ুসেনার সঙ্গেও কথা না বলে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার সব নিয়মবিধি লঙ্ঘন করে, আগে করা একটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের চুক্তি বাতিল করে নতুন চুক্তি করতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন। এদেশ আগে কখনো যে এই ধরনের নির্মম ধান্দার পুঁজিবাদ দেখেনি : একটা আস্ত সরকার কাজ করেছে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে, ব্যক্তি অনিল আম্বানির স্বার্থসিদ্ধিতে, যার কোম্পানির এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং যার ব্যবসা সাম্রাজ্যের বাজারে ঋণের পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকা!

সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বিরোধী দলসমূহ তাই রাফালে দুর্নীতি নিয়ে যৌথ সংসদীয় সিলেক্ট কমিটি গঠনের দাবি তুলেছে। এই দাবির সমর্থনে সোচ্চার হওয়ার জন্যে আমরা জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যার মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদের মর্যাদা

ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিকৃষ্টতম ধান্দার পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার এই অপচেষ্টা এবং দেশের প্রতিরক্ষাকে বিপদাপন্ন করার এই অপপ্রয়াস উন্মোচিত ও প্রতিহত হবে।

রাফালে চুক্তি : ঘটনাক্রম	
২০০৪	১২৬টি মাল্টি রোল কমবাট এয়ারক্রাফট (এম আর সি এ) অর্থাৎ যুদ্ধবিমান কেনার জন্য বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিমান নির্মাণকারী সংস্থার থেকে রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন (আর এফ আই) বা অনুরোধপত্র চেয়ে পাঠায় ভারত। টেন্ডার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত।
২০০৭	দরপত্র বা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (আর এফ পি) পর্যায়ে কাম্য যুদ্ধবিমানের ধরন পাল্টে করা হয় মিডিয়াম মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট (এম এম আর সি এ)।
২০১২	বহু বিমানের ফীল্ড ট্রায়াল নিয়ে ও জীবনচক্রের খরচ তুলনা করে ফরাসি সংস্থা দাসাউ অ্যাভিয়েশনের যুদ্ধবিমান রাফালে নির্বাচিত হয়।
২৮ মার্চ ২০১৫	রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপ রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেড নামে নতুন সহায়ক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিকৃত (register) করে।
১০ এপ্রিল ২০১৫	প্রধানমন্ত্রী মোদী প্যারিসে গিয়ে ১২৬টি বিমানের জন্য দরপত্র বাতিল ঘোষণা করেন এবং দাসাউ অ্যাভিয়েশনের থেকে সরাসরি ৩৬টি রাফালে বিমান কেনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যেগুলি সম্পূর্ণত ফ্রান্সে তৈরি হবে। মোদির সফরকালে প্যারিসেই ছিলেন অনিল আম্বানি!
২৪ এপ্রিল ২০১৫	প্যারিস চুক্তির ১৩ দিন পরে গঠিত হয় রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেডের সহকারী রিলায়েন্স এরোস্ট্রাকচারল লিমিটেড।
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ভারত ও ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাসাউ থেকে ৩৬টি রাফায়েল বিমান কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
	দাসাউ এবং ভারত সরকারের মধ্যে অফসেট চুক্তি একই দিনে স্বাক্ষরিত হয়।
৩ অক্টোবর ২০১৬	রিলায়েন্স এরোস্ট্রাকচার এবং দাসাউ এভিয়েশন যথাক্রমে ৫১% এবং ৪৯% শেয়ারের সাথে যৌথ উদ্যোগ (joint venture) গঠন করে।

অক্টোবর, ২০১৮

দাম : ৫ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে সুখেন্দু পানিগ্রাহী কর্তৃক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।